বর্ষারানী

মানকুমারী বসু

১/ 'বসুধা আনন্দভরে কত করে আয়োজন।'

(ক) বসুধা কি?

উঃ- মানকুমারী রচিত কবিতা সঙ্কলন-গ্রন্থ 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' থেকে 'বর্ষারানী' কবিতাটি গৃহীত হয়েছে।

কবিতায় বর্ণিত বসুধা হল পৃথিবী।

(খ) কেন তার আনন্দ?

উঃ- বর্ষার আগমনে প্রকৃতির চেহারা পালটে তা হয়ে ওঠে শোভাময়। কদম্ব ও কেতকী ফুলে বর্ষাকালে গোটা গাছ ভরে ওঠে। মেঘের গুরু গুরু গর্জন শুনলে ময়ূরগুলি পেখম মেলে আনন্দে নাচতে থাকে, ব্যাঙেরা আনন্দে গ্যাঙর-গ্যাঙ শব্দে ডাকতে থাকে এই সব আয়োজন দেখে পৃথিবীর আনন্দ হয়।

(গ) কোন্ কালে তার এই আনন্দ?

উঃ- বর্ষাকালে তার অর্থাৎ পৃথিবীর এই আনন্দ।

(ঘ) তখন দিনরাত কি হয়?

উঃ- তখন দিনরাত অর্থাৎ সারা দিনই বৃষ্টি পড়ে, কখনও টুপটুপ্ করে আস্তে; আবার কখনও ঝম্‌ঝম্ করে জোরে। এভাবেই বর্ষাকালে সারা দিন ও রাত জুড়ে প্রবল তরল রজতধারা অর্থাৎ বৃষ্টিধারা পড়ে।

(ঙ) তখন আকাশের অবস্থা কেমন থাকে?

উঃ- তখন অর্থাৎ বর্ষাকালে আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায়। চাঁদ-সূর্য-তারা সব ঢাকা পড়ে যায় মেঘে। মেঘের গুরু-গর্জন শুনতে পাওয়া যায় আর মাঝে মাঝে আকাশে

বিদ্যুৎ চমকায়।
এই ধরনের ভয়াবহ রূপে সেজে ওঠে আকাশ, বর্ষাঋতুতে।

(চ) পশুপাখিরা কি করে?
উঃ- বর্ষার আগমনে পশুপাখিদের মধ্যেও আনন্দ লক্ষিত হয়। এরাও আনন্দে গান গায়, নেচে ওঠে।
কবি কবিতায় উল্লেখ করেছেন 'শিখী' অর্থাৎ ময়ূর, মেঘের গুরুগর্জন শুনলে আনন্দে পেখম মেলে নাচে আর 'ভেক' অর্থাৎ ব্যাঙ ও ব্যাঙেরা সমবেত সুরে গ্যাঙর-গ্যাঙ করে ডাকে।

(ছ) কি ফুল তখন ফোটে?
উঃ- বর্ষাকালে কেতকী, কদম্ব ও কামিনী ফুল ফোটে। কবি বলেছেন অজস্র কদম্ব ফুল যে সময় ফোটে। ঐ ফুল বর্ষারানীর গলার হার আর চারদিকে যে কেতকী ফুলের বাহার দেখা যায় সেই ফুল বর্ষারানীর আঁচলের ছটা, এইভাবে অপরূপ সাজে বর্ষারানী সেজে ওঠে।

(২) 'চাহিলে তাহার পানে কত কি যে মনে আসে'।
(ক) কার কথা এখানে বলা হয়েছে?
উঃ মানকুমারী বসু রচিত 'বর্ষারানী' কবিতায় বর্ষার আগমনে প্রকৃতির সুসজ্জিত বৃষ্টিভেজা রূপের সৌন্দর্যের কথা এখানে বলা হয়েছে।

(খ) কোন কালের কথা এটি?
উঃ- এটি বর্ষাকালের কথা। বর্ষার আগমনেই চারদিক জলমগ্ন হয়ে ওঠে, প্রকৃতি ও মানুষ এই জলধারা দেখে আনন্দে, খুশিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। তখন প্রকৃতির সৌন্দর্যের

দিকে তাকালে অনেক কথা মনে আসে।

(গ) তখন চারিদিক কিসে পূর্ণ হয়?
উঃ- তখন অন্যান্য বর্ষাকালে যারা দিনরাত অবিরাম বৃষ্টিতে চারিদিক ভিজে যায়, জলে ডুবে যায় ভূমিরী। চারদিকে কেবল জলবাঁরা পরিলক্ষিত হয়। জলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে আমাদের প্রকৃতি, আমাদের বসুধা। চারিদিকে জলবাঁরাও প্রকৃতির অনবদ্য পরিবর্তন দেখে মানুষও আনন্দিত হয়।

(ঘ) সূর্যের অবস্থা তখন কেমন হয়?
উঃ- বর্ষাকালে কালো মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ে যায়। সূর্যের উজ্জ্বল দীপ্তি তখন অনেকটা ঢাকা পড়ে যায়।

(ঙ) চাঁদ ও তারার অবস্থা তখন কেমন হয়?
উঃ- চাঁদ ও তারার অবস্থা রবির মতো হয়। সূর্য যেরূপ মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকে সেইরূপ চাঁদ ও তারাগুলি বর্ষাকালের মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে। তাদের আর আকাশে দেখা যায় না।

(চ) নদীগুলির অবস্থা কেমন হয়?
উঃ- নদীগুলি বর্ষাকালে প্লাবিত হয়। বর্ষার জলবাঁরা পেয়ে ভাগীরথী ও পদ্মা উভয় নদীই ফুলে ওঠে। দুই নদীতেই জলবাঁরা উপচে ওঠে। অনেক সময় বাড়তি জলবাঁরায় দু-কূল প্লাবিত হয়। নদীগুলি তখন জলের ছোঁয়া পেয়ে আনন্দে উথলে ওঠে।

৩) 'বরিষা! তোমারি বুকে অনন্ত প্রেমের রাশি।'
ক) কে কার প্রশস্তি গেয়েছেন?
উঃ- মানকুমারী বসু রচিত 'বর্ষারানী' কবিতায় লেখিকা বর্ষাকে 'রানী' করে, সম্পূর্ন কবিতা জুড়েই বর্ষাকালের প্রশংসা গেয়েছেন।

খ) তাকে প্রেমময়ী বলা হয়েছে কেন?
উঃ- বর্ষাকে প্রেমময়ী বলা হয়েছে কারন বর্ষাঋতুর সবচেয়ে বড় গুন, সে নিজে হাসে না কিন্তু অপরকে হাসায়। অন্য ঋতুগুলোও হাসায় কিন্তু তাদের মধ্যে বর্ষার মত অনন্ত প্রেমরাশি নেই। তারা নিজেদের বিলিয়ে দিতে জানে না - কিন্তু বর্ষা তার অনন্ত ভালবাসা বিতরন করে সকলের মধ্যে প্রেমের বন্যা বইয়ে দেয়।

গ) অন্যান্য কাল তার কাছে দাঁড়াতে পারে না কেন?
উঃ- শরৎ, বসন্ত বা শীত ঋতু বর্ষার মত এমন উদার ও প্রেমময় নয়। তারা কেবল অপরকে নিয়ে হাসা-হাসিতেই ব্যস্ত। কিন্তু বর্ষা কাউকে ব্যঙ্গ করে না। সারা পৃথিবীকে জলে ডুবিয়ে সে প্রেমের তুফান তোলে। তাই অন্যান্য কাল তার কাছে দাঁড়াতে পারে না।

ঘ) কবি তাকে 'রানী' বলেছেন কেন?
উঃ- কবি বর্ষাকে 'রানী' বলেছেন কারন প্রচন্ড দাবদাহের শেষে যখন বর্ষা আসে তখন রুক্ষ ঊষর পৃথিবী আবার সরস হয়ে ওঠে। বর্ষার আগমনে প্রকৃতি যেন - রানী রূপ পরিগ্রহ করে। গাছ-পালাগুলি জলধারা লাভ করে সজীব ও প্রানবন্ত হয়। প্রকৃতির চেহারা পালটে যায় তা হয়ে ওঠে শোভাময়, প্রকৃতির সেই রূপসৌন্দর্য দেখেই কবি বর্ষাকে 'রানী' হিসেবে অভিহিত করেছেন।